আমার পিঠা কোথায়?

‘পরে না ধরা খালি চোখে, ঘনঘন দেখ তাই পিঠা চেখে’

অর্যমা বুদ্ধ

সামনে উঁচু-নীচু, আঁকা-বাঁকা সূরঙ্গ পথ॥

‘বড্ড দেরী হয়ে গেল’ - মানু ভাবে আর দ্রুত চলে। চলে নয়, ছুঁটে। অনেকটা নাচতে নাচতেই ছুঁটে - মন গড়া এক তালের সাথে।
বিশেষ করে ঢালু পথে।
পর মূহুর্তেই মানু আবার ‘বেটার লেট দেন নেভার’ বলে নিজেই নিজেকে শান্তনা দেয়।
হাবভাবে তখন মনে হয় আত্মবিশ্বাসে ভরা তার প্রাণ।
নিজের অজান্তে জুড়ে দেয় গান। বদ্বীপভূমির স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই গান -

‘তীর হারা এই ঢেউ’য়ের সাগর
পাড়ি দেব রে;
আমরা ক’জন নায়ের মাঝি .....’

দু’চরণ গুনগুনাতেই মানুর মনে পরে মনুর কথা - ‘কত করে বললাম - চল্। দেখবি, সামনে ঠিক মেলবে পিঠা -
স্বাদে-গন্ধে আগের চেয়ে অনেক বেশী মিঠা’।
বললাম - ‘মনু, সময়ে পরিস্থিতি বদলায়। তা কি আর ফিরে আসে কখন?
এমনি এক সময় এখন।
এভাবেই চলে জীবন।
চল, আলিঙ্গন করি চলমান পরিবর্তন’।

কে কার কথা শুনে! মনু একে বারে নাছর বান্দা। নরবে না এক দম;
পা চলে না তার এক কদম।
সমাজে কিছু কিছু মানুষ থাকে যারা কষ্মিন কালেও বদলায় না।
যারা দিন বদলে বিশ্বাস করে না।
মনু আর সমাজ বদলে অবিশ্বাসী বহু বদ্বীপবাসীদের স্বভাব প্রায় একই রকম।
যতটুকু তফাৎ - তা অপেক্ষাকৃত কম। অথচ পৃথিবী কত বদলে গেছে। কৃষ্ণ-বর্ণের বারেক মামা আজ শ্বেত-ভবনে।
তাও আবার সংখ্যাধিক্য শ্বেতবর্ণ স্যম-চাচাদের সমর্থনে - তা কি মনু জানে?

লুথার রাজা কি আঁচ করেছিল সেদিন,
আসবে এমন দিন?
বদলের ধারা বইছে তারও অনেক আগে থেকে। নেলসন পুরুষডেলার দীর্ঘ সাজায়, কেপ অফ গুড হোপের সংখ্যাগড়িষ্ট মানুষ আজ বুক বেঁধেছে আশায়;
এখন নিজের অর্থনীতির বাজ্না নিজেই বাজায়। কি এর মানে? মনু কি তা জানে?
মানু ভাবে - 'আমাদের সুযোগ আসে আর যায়। কিন্তু নতুন পিঠা কোথায়'! যদিও বলে - পিঠা পিঠা, নতুন পিঠা;
দিনের শেষে দেখি শুধুই পিঠার ধানে চিটা।
প্রত্যাশা ছিল গন-জোয়ারের টানে ভেসে যাবে যত দূর্দশা; শুরু হবে নতুন পথের যাত্রা;
তা সেই তিন হাজার একানব্বই'এর কথা। কথা ছিল, মনু-মানুর মতামতে সূরঙ্গ পথে, গড়ে উঠা নতুন সমাজে উন্নতি ছাড়িয়ে যাবে সকল মাত্রা।
'তবে এ যাত্রায় আর ছাড়া যাবে না। মনু আসুক আর না আসুক, নতুন পিঠার সন্ধান পেতেই হবে' - মানু বলে আর চলে। চলার পথে ধারালো এক পাথর কুঁচি তুলে সূরঙ্গের গায়ে লিখেঃ

'পরিবর্তন অবধারিত,
ধারণ কর দ্রুত;
অন্যথায়, বিলীন হবে অস্তিত্ব'।

এসব লিখতে না লিখতেই মানুকে হঠাৎ কেমন যেন বিষন্ন দেখায়। আফ্টার অল, সুখে-দুখে ওরা জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছে একসাথে।
এই প্রথম মনুকে ছেড়ে মানু চলেছে অজানার পথে।

হঠাৎ বা দিকে বেঁকে, ঢালু শেষে ক্রমশ উঁচুতে উঠে গেছে সূরঙ্গ পথ। এতে মানুর চলার গতিও ক্রমশ মন্থর হয়ে আসে।
অন্ধকার চারি-পাশে।
সেঁদ গন্ধ; দম বন্ধ হয়ে আসে।
কিছুই দেখতে পায় না সে।
'কি আছে সামনে অন্ধকারে?' -
নীরবে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে। শুধুই কি ফাঁকা? এ কি পৃথিবীর পাদদেশে স্টিফেন হৌরাজার মহাকাশীয় 'কালো শূন্যতা'? ভেবে ভয় হয় মানুর। সূরঙ্গে স্ট্যলেকটাইটের গা ছুঁয়ে বিন্দু বিন্দু জল-কণা, চুঁয়ে চুঁয়ে জল-ফোটা হয়ে টশ্-টশ্ শব্দে মানুর মাথায় পড়ে। গা কেঁপে কেঁপে উঠে। পা যেন তার আর চলে না।
তখন ভয় আর আতঙ্গ ছাড়া আর কিছুই তার ভাবনায় আসে না।
অন্ধকারে, দু'হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে, যতটুকু দিতে পারে, এভাবেই হাতরাতে থাকে অন্ধের মতন। এক বিন্দুকে কেন্দ্র করে শুধুই ঘুরে। এবং এভাবে কাটে কয়েক মুহুর্ত।
তারপর হঠাৎ - হাঁ, হাঁ, হাঁ....। মানুর হাসি। সে এক প্রচন্ড হাসি। হাসির কম্পনে অদূরের কিছু স্ট্যলেকটাইট ঝুর-ঝুর করে পড়ে আর সূরঙ্গের গোড়া থেকে কালের চক্রে গজিয়ে উঠা স্ট্যলেগমাইটকে আঘাত করে। আবার হাসি - 'কি আশ্চর্য - আমি

নিজের সৃষ্ট ভয়ের ধূর্মজালে নিজেই যেন বন্দি' - মানু নিজেকে আশ্বস্ত করে।
হাসিতে হালকা হয় মন। সহসা কেটে যায় ভয়।
তারপর এক কদম, দুই কদম করে সে সামনে এগুয়।
নতুন পথে চলার দৃঢ়তাই তার সাহস জোগায়। হঠাৎ কোথা থেকে যেন শীতল হাওয়া বইতে থাকে।
সূরঙ্গের গোমট ভাবটা কিছুটা কাটে তাতে।
কিছুটা স্বস্তি অবস্থা ফিরে আসে মানুর আশে-পাশে। দীর্ঘশ্বাস নেয় সে। হঠাৎ সূরঙ্গের একটা পাথর তুলে সূরঙ্গের গায়ে লিখেঃ

'ভয়কে যখন করবে জয়,
নাচবে হৃদয় - উল্লাসে;
আকাশ ছোঁয়া (আত্ম) বিশ্বাসে'।

উল্লাসে আর বিশ্বাসে আবার চলতে শুরু করে, সূরঙ্গের উঁচু-নীচু আঁকা-বাঁকা পথে। চলে আর কল্পনায় বলে - 'ভাপা পিঠা, দুধের পিঠা, চিতি পিঠা, মিঠা-মিঠা .....ভাপা পিঠা .....।

পরবর্তী কয়েকদিন মানু এখানে-সেখানে কিছু পিঠা পায়।
তবে তা অতি সামান্য, কয়েকদিনেই ফুরায়। আশা ছিল অনেক পাবে। কিছু খাবে, আর কিছু নিয়ে যাবে - পিছনে ফেলে আসা মনুর জন্য। পিঠা দেখে যদি হাসে, পিছু পিছু আসে!

কিন্তু না, তা হবার নয়। আশা না পূরনের অসন্তোষে মানুর বিশ্বাসে কিছুটা ভাটা পরে। যে সময় নতুন পিঠা পাওয়ার পথে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে বলে মানু মনে করে, ঠিক সে সময় মনে হয় সে পথ হারিয়ে ফেলে সূরঙ্গের বাঁকে। স্বীকার্য যে, তাতে সে কিছুটা বিচলিত। অগ্রগতিও হয়েছে কিছুটা ব্যহত। যেন 'টু-স্টেপস্ ফরওয়ার্ড, এ্যান্ড ওয়ান-স্টেপ ব্যকওয়ার্ড'। তবে চলার এ ধারা মানুর পূর্বনির্ধারিত কোন কৌশল নয়। শুধুই সে কৌশল বিহীন কৌশলে চলে। বলে -

'যে দেশের যে বাও,
উব্দা কইরা নৌকা বাউ'।

তবুও তো এ গতি পিঠা পাওয়ার পথে কিছুটা অগ্রগতি।
তাই বা কম কি? মনুর মত তো সে বসে নেই, পুরনো ধারণা আঁকরে ধরে!

যখনই বিশ্বাসে কিছুটা কমতি হয়, মানু নিজেকে বুঝায় - 'এ পথে কষ্ট যথেষ্ট।
তবুও পিঠাহীন ঘরে বসে থাকার চেয়ে উৎকৃষ্ট'।
হঠাৎ সুসু আর পুষুর কথা মনে পরে। সেই যে ইঁদুর-জাতি প্রাণী দুটি! ওরা এখন কোথায়? নিশ্চয়ই অনেকটা পথ পাড়ি দিয়েছে ইতিমধ্যে। হয়তো পৌঁছে গেছে নতুন পিঠার কাছাকাছি!

‘যদি ওরা পারে, আমিও পারবো’- মানু বলে। কথার দৃঢ়তায় মনে হয়, স্রোতের সাথে গা ভাসিয়ে দেওয়ার পাত্র সে নয়। বরঞ্চ, শোনায় সে বেশ সাহসী, নিজের অবস্থান নিজেই নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী।

মানু পিছন ফিরে। অতীতকে স্মরণ করে। ‘কি ভুল ধারণাই না ছিল!
পিঠা উধাও হল -
তবে তা কি আর হঠাৎ হল?
বসে বসে খেলে রাজার ভান্ডারই উজার হয়, আর তো পিঠার ভান্ডার! বসে বসে শুধুই খেয়েছি, আর ঘুমিয়েছি চিন্তা মূক্ত মনে। ফলে, ক্রমশ পিঠার ভান্ডার ছোট হয়ে এসেছে প্রকৃতির নিয়মে। এবং শেষের দিকে তাতে যে পঁচন ধরেছে, তা ধরতেই পারিনি’।

পরিবর্তন হঠাৎ আসে না। যদি নজর দিত, ধীরে ধীরে পিঠার ভান্ডার উজার হওয়ার প্রক্রিয়াকে ঠিকই বুঝতে পেত। ‘নিঃসন্দেহে, যতক্ষন বল থাকে দেহে, পিঠার প্রতি সজাগ থাকতে হবে তাকে’ - মানু নিজেকে বলে - ‘পরিবর্তনকে আঁচ করতে সহজাত প্রবৃত্তির উপর আস্থাই যথেষ্ট’। ‘নিশ্চয়ই সুসু-পুষু তৎপর ছিল। তাই, তাদের পিঠা যখন প্রায় ফুরায়, সবকিছু বুঝে নতুন পিঠার খোঁজে ওরা সামনে যায় সূরঙ্গের পথে। দিক ঠিক রেখে, ছোট ছোট বুদ্ধিতে এগিয়ে যায় অতর্কিতে। মনু-মানু বুদ্ধিতে ঠাসা-ঠাসী। অথচ, অযথা কথায় বেশী বেশী- ‘আমার পিঠা কোথায়? আমার পিঠা কোথায়?’ বলে চিৎকার করে ক্ষয় করেছে অমূল্য সময়।

এখন আর সময় নষ্ট করার সময় নয়! মানু তেড়ে ছুঁটে। কি ভেবে হঠাৎ একটু দাঁড়ায়। খানিকটা জিরায়। মনুর কথা মনে করে পথের ধারের এক পাথর তুলে সূরঙ্গের গায়ে লিখেঃ

‘পরে না ধরা খালি চোখে,
ঘনঘন দেখ তাই পিঠা চেখে,
তবেই রাতারাতি করবে উন্মোচন;
পিঠায় ধরেছে কি ধরে নাই মরণ-পঁচন’!

সূরঙ্গের পথে পথে এভাবে কাটে আরও কিছু কাল। তবুও মেলে না পিঠা। পিঠার আকালে মানুর কাছে ‘কিছু-কাল’ যেন অনন্ত-কাল। অবশেষে অদূরে দেখে কোন এক গৃহস্থের বিশাল বাড়ি।
ভাবে - নিশ্চয়ই আছে সেখানে পিঠার মস্ত হাড়ি।
অপেক্ষা না করে তরতর ঢুকে পরে মধ্য বাড়ি।
দেখে বাড়ি খালি। সবই শূন্য। পিঠার কোন চিহ্ন নেই কোনখানে। মানু রেগে চিৎকারে বলে - এ বড্ড বাড়াবাড়ি! তারপর চুপ। চারিদিক নিশ্চুপ। শুধুই স্ট্যলেকটাইটের গা চুঁয়ে জল-ফোটা পরার টশ্-টশ্ শব্দ। মানু ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে এক মনোবল ভাঙ্গা আত্মবিশ্বাসহীন অস্তিত্ব রূপে। এক সময় নীচু গলায় নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করে - ‘কেন ইদানিং চলার ফাঁকে গভীর শূন্যতা আমার সমস্ত অনুভূতি জুড়ে থাকে’? সবকিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছে করে।

ইতিমধ্যে না খেতে খেতে মানু দুর্বল হয়ে পরেছে বেশ।
সে জানে এখানেই হয়তো শেষ। ভাবে - 'মৃত্যু কি অবশ্যম্ভাবী'? মরণের ভয় তাকে তাড়া করে তখন। একসময় কথায় তার সে কি দৃঢ়তা, চলায় সাহসীকতা, আর কর্মে আগ্রহ ও উদ্দীপনা - যা বলে বোঝানো যায় না। এখন সবই অন্যরকম। সবই যেন কম। দৃঢ়তা কম; উদ্দীপনা কম। কম বিদ্রোহে ও আগ্রহে। মনুর কাছে ফিরে যাবার কথা ভাবে। ভাবে - 'একবার ফিরে গেলে পিঠা না পেলেও অন্তত মনুকে পাবে কাছে। আবার দুজনে'!

পর মূহুর্তেই বলে - 'তাহলে, পিঠার কি হবে? আমার নতুন পিঠা? আমার আশা-প্রত্যাশা? প্রগতির গতি?' এ সব যখন বলছে, তখন হঠাৎ দিগন্তের ওপার থেকে যেন ভেসে আসে বিশ্বাস উজ্জীবিত করার অন্তরের সেই মন্ত্র - 'ভয়কে যখন করবে জয়, নাচবে হৃদয় ....'। বাণী হৃদয়াঙ্গম হতে না হতেই, দেহে দুর্বল হলেও, চিত্বে সবল হয়ে উঠে। বলে - 'কেন ফিরে যাবো? নিশ্চয়ই পিঠা পাব। চিটাহীন ধানে মিষ্টি পিঠা, মজার পিঠা'। আবার আশায় বুক বাঁধে। ফিরে আসে মনের দৃঢ়তা। মানু মনে করার চেষ্টা করে - 'কখন যেন তার শ্রেষ্ট সময়'? । যখন পিছনে না ফিরে, পুরনো সব ভুলে, সূরঙ্গের উঁচু-নীচু, আঁকা-বাঁকা পথে সে ধেয়ে চলে - সেই সময়ই তার শ্রেষ্ট সময়। 'তবে আর দেরী নয়'।
নষ্ট হয়েছে অনেক সময়।
আর কোন দ্বিধা নয়, আর কোন কথা নয়।
এখন চলার সময়, কেবলই সামনে যাওয়ার সময়। চলার পথে বড় বড় অক্ষরে মানু লিখে যায়ঃ

'যত তেড়ে
আসবে ছেড়ে -
পুরাতন যত নষ্ট পিঠা;
মিলবে তবে নতুন পিঠা -
স্বাদে-গন্ধে মিঠা-মিঠা'।

তারপর ছুঁট; গোল্লা-ছুঁট। স্ট্যলেগমাইটের গা বাঁচিয়ে আর স্ট্যলেকটাইটকে পাশ কাটিয়ে বন্ধুর পথে মানু ছুঁটে আর ভাবে - 'মনু কি পড়বে সূরঙ্গের গায়ে লেখাগুলি? জীবনের কথাগুলি? আধুলিতে যায় না যা কেনা! মনু আসবে কি আমার পিছু, পিঠার সন্ধানে'?

'আমার পিঠা কোথায়?', স্পেন্সার জনসনের লেখা 'হু মুভড্ মাই চিজ্'এর ছায়ায় রচিত। লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। এটা চতুর্থ পর্ব।